দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 FEB 2007

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

অযৌক্তিক শর্তে ৫ হাজার শিক্ষকের চাকরি অনিশ্চয়তার মুখে

১০ হাজার পদ শূন্য : বিজ্ঞাপন দিয়েও যোগ্য মহিলা প্রার্থী মিলছে না

ইনকিলাব রিপোর্ট

একটি অযৌক্তিক ও আবেগী শর্তের কারণে দেশের শত শত বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ১০ সহস্রাধিক এমপিও (মান্থলী পেমেন্ট অর্ডার) অনুমোদিত পদে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে শর্ত ভিত্তিতে যেসব প্রতিষ্ঠান যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে সেসব শিক্ষকের এমপিও দেয়া হচ্ছে না। মাসের পর মাস এমনকি বছরেরও বেশী সময় ধরে এসব পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ঝুলে রয়েছে। এর নেপথ্যে রয়েছে একটি মাত্র শর্ত। শর্তটি হলো সব শিক্ষা *৫-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন*

শর্তে ৫ হাজার শিক্ষকের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠানে ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ। শিক্ষিত মহিলাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি এবং মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করতে আওয়ামী লীগ সরকার আমলে সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ মহিলা নিয়োগের একটি আদেশ জারি করা হয়। ওই সময় আদেশ জারি করলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিথিল অবস্থান গ্রহণ করে। বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এ আদেশ বাস্তবায়নে নমনীয় অবস্থান গ্রহণে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের প্রতি নির্দেশ দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার আওয়ামী লীগ সরকারের শর্তযুক্ত আদেশটি বাস্তবায়নে কড়াকড়ি আরোপ করে। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর পদে ৩০ শতাংশ মহিলা নিয়োগে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। এমনকি ওই শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে সেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণেরও প্রজ্ঞাপন জারি করে। শর্ত অনুযায়ী মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০ শতাংশ পদের মধ্যে কোন পদে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলে তাদের বেতন ছাড় না করার হুঁশিয়ারি দেয়ার পাশাপাশি তা কার্যকরও করে। আর এ শর্তের খড়গে দেশের অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। ক্রমেই তীব্রতর হতে থাকে এ অবস্থা। স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে মহিলা শিক্ষক না পাওয়া গেলেও মাঠ প্রশাসন সে বাস্তবতা মানছে না।

মাঠ প্রশাসনের সাথে তাল মিলিয়ে বাস্তবতাবিবর্জিত নীতিতে অটল ছিল বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার তাদের ক্ষমতার শেষ কর্মদিবস পর্যন্ত। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার বিদায় নেয়ার পরও বহাল রয়েছে বিগত সরকারের সব একগুঁয়েমি ও বাস্তববিবর্জিত আদেশ-নির্দেশ।

বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে স্থানীয় পর্যায় থেকে মহিলা শিক্ষক না পেয়ে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করে বিপাকে পড়েছে স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ। চাকরি আছে বেতন নেই এমনতর পরিস্থিতিতে মানবেতর জীবনযাপন করছেন হাজার হাজার শিক্ষক। জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষকতা পেশায় চাকরি পেয়েও ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতার দোহাই দিয়ে বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার প্রায় ৫ হাজারেরও বেশী শিক্ষকের। প্রায় দেড় বছর পর্যন্ত এসব শিক্ষক বেতন পাচ্ছেন না। এমনতর অবস্থার কারণে পদশূন্য রয়েছে আরো ১০ হাজারের বেশী এমপিওভুক্ত পদ। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, রাজধানীর পার্শ্ববর্তী জেলা গাজীপুরের শ্রীনগর ভাংনাহাটি রহমানিয়া কামিল মাদ্রাসায় প্রায় বছর ধরে ১১টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ৩০ শতাংশ মহিলা কোটার কারণে এসব পদ পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, এ মাদ্রাসাটিতে মোফাসসির, ফকিহ, মোহাদ্দিস, আরবীসহ ১১টি প্রভাষক পদে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের জন্য কয়েকটি জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় কয়েক দফা বিজ্ঞাপন দিয়েও যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থী পায়নি। প্রায় একই অবস্থা দিনাজপুরের উত্তরাইল কামিল মাদ্রাসার। এ মাদ্রাসাটি মহিলা কোটা অনুযায়ী ইংরেজী শিক্ষক নিয়োগের জন্য দফায় দফায় বিজ্ঞাপন দিয়েও যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায় না বলে জানানো হয়েছে। একই কারণে শূন্য রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মাদ্রাসায় ভাইস প্রিন্সিপালের পদ। অবশ্য, সম্প্রতি জারি করা একটি প্রজ্ঞাপনে পরপর তিন দফা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলা শিক্ষক না পাওয়া গেলে সকল প্রমাণাদিসহ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এ প্রজ্ঞাপনটি জারি করার পর বেশকিছু আবেদন জমা পড়লেও অদ্যাবধি তার কোনটিরই সুরাহা হয়নি বলে জানা গেছে।

মাঠ প্রশাসন থেকে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগদান করা একজন সিনিয়র সহকারী সচিব ইনকিলাবকে জানান, স্কুল-কলেজের মহিলা কোটায় জেলা শহর পর্যায়েও অনেক সময় বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলা শিক্ষক পাওয়া যায় না। সেখানে ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলা শিক্ষক পওয়া দুর্বোধ্য ব্যাপার। আবার যদি হয় ইংরেজী বা বিজ্ঞানের শিক্ষক তা হলে আরো কঠিন বিষয়। কারণ ইংরেজী শিক্ষক নিয়োগে কোন স্তরেই তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষা সনদের কোন স্তরে তৃতীয় বিভাগ নেই এমন সব ইংরেজী বিষয়ের মহিলা আবেদনকারীরা সাধারণত শহর পর্যায়ের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই চাকরি পেয়ে থাকেন। এ কর্মকর্তা বলেন, সরকার এ সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে আগামী দু-এক দশকে স্কুল-কলেজে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্ভব হলেও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব।

তিনি তার নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, ৩০ শতাংশ শিক্ষক নিয়োগের শর্ত মানতে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলো দফায় দফায় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েও শর্ত পূরণকারী আবেদন পাচ্ছে না। এমনও ঘটেছে যে, ৩০% কোটা পূরণ করতে একটি মাদ্রাসা বিভিন্ন বিষয়ে আবেদন চেয়ে পর পর ৮ দফায় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে, সেই সব বিজ্ঞাপনের কপিও দেখিয়েছে। কিন্তু কোন মহিলা আবেদনকারী পাওয়া যায়নি। পরে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠদান অব্যাহত রাখার স্বার্থে যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করেছে। এরপরও মাসের পর মাস সে শিক্ষকের চাকরি এমপিওভুক্ত হচ্ছে না। বেতন পাচ্ছেন না।

এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক হলেও তাদের বেতনের সরকারী ৯০ শতাংশ ছাড় করছে না মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। এ বিষয়ে মাউশি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা সব জানি। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা শিথিল না করবে ততদিন ওই সব পদে নিযুক্ত পুরুষ শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ ছাড় করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে গতকাল মাদ্রাসা শিক্ষকদের একমাত্র অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বির আহমেদ মোমতাজী বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাদ্রাসায় ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের শর্তটি সম্পূর্ণ অমূলক। যেখানে সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে মহিলা শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে মাদ্রাসার শিক্ষার বিষয়সমূহে যোগ্য মহিলা শিক্ষক পাওয়া কল্পনাতীত। তিনি বর্তমান শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে বাস্তবতার আলোকে এ বিষয়টি দ্রুত সুষ্ঠু সমাধানের অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, যদি কোন কারণে ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগাদেশ বাতিল করা না যায় তাহলে অন্তত ১০ বছরের জন্য আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত করা অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে।